দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও ছাত্রলীগের হিস্যা

গত কয়েকদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারি নিয়োগ লইয়া তুলকালাম ঘটিয়া চলিয়াছে। নিজেদের তালিকার সকল প্রার্থীকে নিয়োগ না দেওয়ায় নাখোশ ছাত্রলীগ বোমাবাজি, ভাঙচুর, হামলা ইত্যাদি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে। ভিসির অফিসসহ সকল অফিসে তালা ঝুলাইয়াছে, প্রক্টর অফিসসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে ভাঙচুর চালাইয়াছে, শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় বোমা হামলা করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা অচল করিয়া দিয়াছে এবং উপরন্তু দুইটি বাস পোড়াইয়া দিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়টির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই বুয়েটের অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের হুমকি প্রদান করিয়াছিলেন এবং উপাচার্যদের এক সভায় সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ না যাইতেই ছাত্র সংগঠনটি অন্যায্য স্বার্থে ঘা লাগায় গত কয়েকদিন ধরিয়া একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বারংবার ভাঙচুর ও হামলা চালাইয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব আইনী কাঠামো রহিয়াছে এবং সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগ হইতে শুরু করিয়া সকল কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলিবে এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সরকারি হস্তক্ষেপ, দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থ ও সুবিধাবাদীদের পকেট ভারী করিবার অশুভ তৎপরতায় আজকাল অনিয়মই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় নির্বাচনে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, তখনই তাহাদের ছাত্রসংগঠন গায়ের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে। আর এইরূপ পেশিশক্তির জোরে আবাসিক হলের সিট বরাদ্দ হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রয় ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের টেন্ডার, এমনকি শিক্ষকদের পদোন্নতি ও লাভজনক পদপ্রাপ্তি, এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকবল চাহিদা না থাকিলেও বিপুল পরিমাণে নিয়োগের বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের আখের গুছাইতে থাকে। কোনোরকম গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও যোগ্যতা আমলে না লইয়া দলবাজ শিক্ষকগণ প্রশাসনিক গদি অলঙ্কৃত করিতে থাকেন এবং সংকীর্ণ দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মৎসব বসাইয়া দেন। শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ পাইতেও আজকাল দলীয় বিশ্বস্ততার পাশাপাশি অন্তত চার-পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান করিতে হয়। আর, অনেকেই জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও দলীয় আনুগত্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন একটা গোপন প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা লইয়া বিপুল অংকের টাকার গোপন লেনদেন চলিতে থাকে এবং বিশেষ গোষ্ঠীগুলির পকেট ভারী হইতে থাকে। আর, এইসব লেনদেন ও ভাগবাটোয়ারায় ছাত্রসংগঠনসহ স্থানীয় নেতা, সংসদ সদস্য এবং ক্ষমতাসীন শিক্ষক নেতাদেরও হিস্যা থাকে। ভাগবাটোয়ারায় বনিবনা না হইলেই দেখা দেয় কোন্দল। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও পাওয়া যাইবে না যেখানে গত কয়েক বছরে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এ ধরনের স্বার্থগত কোন্দল প্রকাশ্য সংঘাত ও খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়নি। এর সাম্প্রতিক লজ্জাকর উদাহরণটি সৃষ্টি হইল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুমান করা যাইতে পারে, চাকুরির আশ্বাস দিয়া তাহারা প্রার্থীদের নিকট হইতে বিপুল অংকের টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু এখন চাকুরি প্রদানে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন অনন্ত প্রস্তনধারী দোহনযোগ্য গাভী হইয়া উঠিয়াছে। মিডিয়াগুলিতেও নিয়মিত এইসব আশঙ্কাজনক খবর মিলিতেছে। প্রতিটি দল ক্ষমতায় আসিয়াই দল ভারী করিতে সামর্থ্য ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়োগ দিয়া চলিয়াছে এবং সেইসাথে ছাত্রসংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি আখের গুছাইতে প্রতিষ্ঠানটিতে দোহন করিয়া ছিবড়া বানাইয়া ফেলিতেছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইতেছে। ইউজিসির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও দেখা যাইতেছে, শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বরাদ্দ ও মনোযোগ দিন দিন কমিতেছে। অন্যদিকে, বেতন ও পরিচালন ব্যয় ঝড়ের বেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। অদক্ষ, অযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় জনবল বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। উন্নয়নকামী কোনো দেশেই শিক্ষাখাত লইয়া ক্ষমতা ও লোভের হোলি খেলিতে দেখা যায় না। আমাদেরও ইহা কাম্য হইতে পারে না।